কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

ডব্লিউপিএ ২২৩৩৬ ডব্লিউপিএ ২২৩৩৬

নন্দীগ্রাম কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড এবং অন্য একজন-

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য।

আবেদনকারী জন্য ঃ শ্রী অর্জুন রায় মুখার্জি

শ্রীমতি দেবপ্রিয় মিত্র .....আইনজীবীরা

রাজ্যের জন্য ঃ শ্রী সুশোভন সেনগুপ্ত

শ্রী সুবীর পাল .....আইনজীবীরা

শেষ শুনানি হয় ঃ ১৬.০৫.২০২৩

রায় ঃ **০২.১১.২০২৩**

জয় সেনগুপ্ত, বিচারপতিঃ

১। এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন ০১.০৯.২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ফলস্বরূপ পদক্ষেপ এবং চিঠিপত্র বাতিল ও প্রত্যাহার করার জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করছে।

২. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত জ্ঞানী আইনজীবী নিম্নরূপ বলেছেন। আবেদনকারী নং ১, একটি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি, একটি এমআর ছিল নন্দীগ্রামে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্লকের পরিবেশক এবং তাদের

লাইসেন্সটি ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বৈধ ছিল। আবেদনকারী, একটি নির্দেশ অনুসরণ করে, ২০১৬ সালে নন্দীগ্রাম-২ ব্লক থেকে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকে তাদের গুদাম স্থানান্তরিত করেন। এই ধরনের স্থানান্তর পরিচালক, জেলা বিতরণ, ক্রয় এবং সরবরাহ [ডি ডি পি অ্যান্ড এস] দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল যা ও এস ডি এবং ই ও দ্বারা জারি করা ০৫.১০.২০১৬ তারিখের চিঠি থেকে স্পষ্ট হয়েছিল। পরিচালক [লাইসেন্স]ডি ডি পি অ্যান্ড এস] এর পরপরই একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উত্তরদাতারা নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের জন্য শূন্যপদ ঘোষণা করে এবং উক্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদন আহ্বান করে। আবেদনকারীরা ২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ. ১৫৩৬৩ হিসেবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন, যা তারিখের প্রজ্ঞাপনকে চ্যালেঞ্জ করে এবং উক্ত রিট পিটিশন বিচারাধীন থাকাকালীন উত্তরদাতারা তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে যার ফলে -এ উক্ত রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি হয়। উত্তরদাতারা আবার নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের জন্য শূন্যপদ ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। আবেদনকারীরা অবৈধতা, অযৌক্তিকতা এবং পদ্ধতিগত অনিয়মের ভিত্তিতে উক্ত প্রজ্ঞাপনকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশন দাখিল করেন। উত্তরদাতারা তাদের প্রথম প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আবেদনকারীরা এর সাথে সম্পর্কিত একটি ব্যতিক্রম দায়ের করেন। উক্ত প্রতিবেদনের ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে আবেদনকারীর গুদামটি নন্দীগ্রাম-১ ব্লক থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে আমতলায় অবস্থিত ছিল। নন্দীগ্রাম-১ ব্লক সম্পর্কে জেলা নিয়ন্ত্রকের প্রতিক্রিয়া, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের জন্য শূন্যপদ ঘোষণা করা সত্ত্বেও, চিন্তাশীল বিবেচনার সম্পূর্ণ অভাব দেখায়। অধিকন্তু, এই বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে ভুল ছিল, কারণ মোট ৫১ জন ডিলারের মধ্যে একজন প্রকাশ জানার সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল গুদামের অবস্থান থেকে ১৮ কিলোমিটার, যা অনুমোদিত দূরত্বের মধ্যে ছিল, যা পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ০৯.১০.২০২১ তারিখের একটি স্মারকলিপি থেকে নিশ্চিত করা যেতে পারে।

উক্ত স্মারকলিপি দ্বারা জেলা নিয়ন্ত্রক আবেদনকারীদের গুদাম থেকে সমস্ত রেশন ব্যবসায়ীদের দূরত্ব জোর দিয়েছিলেন। ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৮,১১,১৫,১৭,১৯,২০,২৪,২৫,২৮,৩১,৩২,৩৬,৩৭ এবং ৪৭ রেশন ব্যবসায়ী ছিলেন যাদের দোকানগুলি নন্দীগ্রাম দ্বিতীয় ব্লকের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং গুদাম এবং তাদের নিজ নিজ দোকানগুলির মধ্যে দূরত্ব গুদাম থেকে ২০ কিলোমিটারেরও কম ছিল যা তারিখের বিজ্ঞপ্তির ধারা ৬ [১] [i১i] অনুসারে অনুমোদিত সীমা ছিল। অতএব, উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু রেকর্ডের বিপরীত ছিল এবং এইভাবে বিকৃত ছিল। ২৫.১১.২০২২ তারিখের একটি আদেশ অনুসারে। উত্তরদাতারা তাদের দ্বিতীয় প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আবেদনকারীরা এর সাথে সম্পর্কিত একটি ব্যতিক্রম দায়ের করেন। উক্ত সম্পূরক প্রতিবেদনের ৩ অনুচ্ছেদে উত্তরদাতারা একটি বিস্তৃত চার্ট উল্লেখ করেছেন যা আবেদনকারীদের গুদাম থেকে নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের এফপিএসের আনুমানিক দূরত্ব সরবরাহ করে। এস-এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত এফপিএসের দূরত্ব)। ৫ বিমল কুমার মাইতি), ৬ (দেবাশীষ করণ), ৭ (দিলীপ মান্না) এবং ১৪ (প্রকাশ জানা) যথাক্রমে ২২ কিলোমিটার, ৩৪ কিলোমিটার, ২১ কিলোমিটার এবং ২৬ কিলোমিটার ছিল, যেখানে একই গুগল ম্যাপের উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী জেলা নিয়ন্ত্রকের জারি করা স্মারকলিপির বিপরীত ছিল যা স্পষ্টভাবে বলেছিল যে এই এফপিএসগুলির বিরুদ্ধে দূরত্ব যথাক্রমে ১৩ কিলোমিটার, ১৪ কিলোমিটার, ১৪ কিলোমিটার এবং ১৮ কিলোমিটার ছিল। নিম্নলিখিতঃ-"যদি জেলা প্রশাসনের জন্য ঘোষণা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়

একটি নির্দিষ্ট এলাকায় গণবন্টন ব্যবস্থার উন্নততর কার্যকারিতার জন্য ডিস্ট্রিবিউটরের একটি নতুন শূন্যপদ, সংশ্লিষ্ট জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতামত সহ পরিচালকের কাছে এই ধরনের শূন্যপদের প্রস্তাব জমা দেবেন। পরিচালক প্রস্তাবটি পরীক্ষা করবেন এবং বিবেচনার জন্য তাঁর নির্দিষ্ট মতামত সহ রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবেন। শূন্যপদের প্রস্তাব প্রাপ্তির পরে, যদি রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট হয়, তবে এটি শূন্যপদের অনুমোদন করতে পারে এবং পরিচালকের কাছে তার সিদ্ধান্ত জানাতে পারে। "নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর ধারা ২৬ [১i] স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে যদি জেলা প্রশাসন মনে করে যে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে গণবন্টন ব্যবস্থা আরও ভালভাবে কাজ করার জন্য তাদের কোনও নতুন পরিবেশক নিয়োগের প্রয়োজন হয়, তবে জেলা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতামত সহ পরিচালককে শূন্যপদের প্রস্তাব দেবেন। উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, ০১.০৯.২০২২ তারিখের বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত অবৈধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে বাতিল করার যোগ্য ছিলঃ-১] জেলা প্রশাসন এবং জেলা নিয়ন্ত্রক, পূর্ব মেদিনীপুর, নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২৬/১১-এ নির্ধারিত আইন অনুসারে তাদের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেননি, পরিবর্তে, তারা নিয়ন্ত্রণ আদেশ লঙ্ঘন করে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসরণ করেছিলেন। এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে নির্দেশের মতবাদের কুফলও ভোগ করতে হয়েছিল।। [ক] এআইআর ১৯৩৬ প্রিভি কাউন্সিল ২৫৩ (নাজির আহমেদ বনাম রাজা সম্রাট); |b ৪০ সিডব্লিউএন ১৭ (মনিরুদ্দিন বেপারি বনাম পৌর কমিশনারদের চেয়ারম্যান)। ১১] উত্তরদাতাদের পদক্ষেপগুলিও নির্দেশের মতবাদের কুফল থেকে ভুগছে। [[ক] ১৯৫১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৭০ (পুলিশ কমিশনার, বোম্বে বনাম গোরধনদাস ভানজি); [b] ২০১৩ [৭] এস. সি. সি ২৫ (মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য। বনাম সঞ্জয় নাগাইয়াচ এবং অন্যান্য)

iii] বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে প্রয়োগ করা ক্ষমতা বাতিল করা উচিত কারণ এটি এখতিয়ারবিহীন হবে।। এআইআর ১৯৬৭ এসসি ২৯৫/১৯৬৬ সাপোর্ট এসসিআর ৩১১ (বেরিয়াম কেমিক্যালস লিমিটেড বনাম কোম্পানি আইন বোর্ড)। iv) যদি আবেদনের পাশাপাশি সমর্থনকারী নথি সরবরাহ না করা হয়, তবে বিরোধী হলফনামায় নেওয়া বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে।] ১৯৮৮ [৪] এসসিসি ৫৩৪ (ভরত সিং এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য)]।

৩. রাজ্যের উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত জ্ঞানী কৌঁসুলি নিম্নরূপ জমা দিয়েছেন। নথি অনুসারে, এমআর ডিস্ট্রিবিউটরের অনুমোদিত গুদাম, নন্দীগ্রাম কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি রিট আবেদনকারী নম্বর ১, নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের আমটোলিয়ায় ছিল, যেখানে নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের সঙ্গে সম্পর্কিত এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপের জন্য ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি। এখানে রিট আবেদনকারী নম্বর ১-এর গুদামটি প্রায় ১০০০ মেট্রিক টন গুদাম ক্ষমতা সহ নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের আমটোলিয়ায় অবস্থিত ছিল এবং রিট আবেদনকারী নম্বর ১। ১ নম্বর ব্লকে নন্দীগ্রাম-১ এবং ২ নম্বর ব্লকের ৫১ জন ট্যাগ করা ডিলার এবং সুবিধাভোগী ছিলেন, যার জন্য এই ডিস্ট্রিবিউটরের পক্ষে নন্দীগ্রাম-১ এবং নন্দীগ্রাম-২ নামক দুটি বড় ব্লকের বিপুল সংখ্যক ডিলার এবং সুবিধাভোগীদের সেবা প্রদান করা কঠিন ছিল এবং গণবন্টন ব্যবস্থার সুবিধাভোগীদের স্বার্থ বিবেচনা করার পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ সময়ে অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং নন্দীগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের রিপারায় এম. আর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ শূন্যপদের জন্য একটি প্রস্তাব খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে পাঠানো হয়েছিল। এবং এটি ২০১৯ সালে সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং

২০১৯ সালে প্রথমে এম. আর ডিস্ট্রিবিউটরের শূন্যপদ ঘোষণা করা হয়েছিল। উপরোক্ত শূন্যপদের জন্য জমা দেওয়া সমস্ত আবেদন বাতিল করা হয়েছিল যে কোনও সফল প্রার্থী ঘোষণার আগে, উল্লিখিত স্থানে যেমন উল্লিখিত পূর্ববর্তী শূন্যপদের পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন রিপ্পাড়া, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে। তবে, পি. ডি. এস সুবিধাভোগীদের স্বার্থ বিবেচনা করে আবার শূন্যপদের ঘোষণা করা হয়েছিল একই জায়গায় অর্থাৎ রিপ্পাড়া, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে এবং যার জন্য ২০২২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং এই ধরনের শূন্যপদের ঘোষণার আগে, জেলা প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পি. ডি. বি-র আরও ভাল কাজকর্মের জন্য এই ধরনের নতুন শূন্যপদের ঘোষণা করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিল। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, পশ্চিমবঙ্গ গণবন্টন ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৩-এর ধারা ২৬ (১আই১) অনুসারে, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন পাওয়ার পরে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পি. ডি. এস সুবিধাভোগীদের স্বার্থ বিবেচনা করে উপরে বর্ণিত ডিস্ট্রিবিউটরশিপের শূন্যপদ ঘোষণার জন্য জেলা প্রশাসনের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে ডিস্ট্রিবিউটরশিপের শূন্যপদের ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ গণবন্টন ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৩-এর পরিপন্থী ছিল না। নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের অধীনে রিপারায় এই ধরনের শূন্যপদের ঘোষণা করার জন্য রাজ্য উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোনও স্বেচ্ছাচারিতা বা কুসংস্কার ছিল না। পাপিয়া এন্টারপ্রাইজ যিনি পূর্ব মেদিনীপুরের পানস্কুরা এলাকার এম. আর ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন, তার সাথে ৩,৭০,৫৪৫ সুবিধাভোগীদের (রেশন কার্ড) ট্যাগ করা ছিল এবং একজন এম/এস, সোমেশ সাঁত্রা এবং রমেশ সাঁত্রা যিনি এম. আর ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন মহিষাদল এবং চাঁদিপুর এলাকার জন্য, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪,৩৩,২৪৮ উপভোক্তা ছিল

উভয় এলাকায়, অর্থাৎ পাঁশকুড়া এবং চণ্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুরে, নতুন এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ শূন্যপদের ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। রাজ্যপালের নির্দেশ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং খাদ্য কমিশনারের মাধ্যমে, মেমো নম্বর ৭৯৬-এফএস/সেক্ট/ফুড/১৪আর-০৬/২০১৫, কলকাতা, ১২ই মার্চ, ২০১৫ তারিখে একটি স্মারক প্রকাশিত হয় যাতে বলা হয়েছে যে ২০১৩ সালের ৫ই জুলাই থেকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (এনএফএসএ-২০১৩) কার্যকর করা হয়েছে এবং এনএফএসএ-২০১৩-এ অন্তর্ভুক্ত ধারাগুলি বাস্তবায়নের জন্য, বিভাগের মেমো নম্বর ১৪৭৮-এফএস/সেক্ট/ফুড/৬এফ-৫/৮৫ অংশ-I, তারিখ ১৩.০৪.১৯৯৯ এবং ১২৪৬-এফএস/ফুড/সেক্ট/৬এফ-০২/০৩, তারিখ ০৪.০২.২০০৪ যা ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ, ডি-ট্যাগিং এবং পুনরায় ট্যাগিং সম্পর্কিত, সেগুলি অবিলম্বে বাতিল করা হলো। নতুন শূন্যপদ ঘোষণা এবং ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ, ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার, পাইকারি ব্যবসায়ী এবং ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে উপযুক্ত উপকারভোগীদের ট্যাগিং স্থানীয় এলাকার নির্বাচিত উপযুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা, উপকারভোগীদের সুবিধা অনুযায়ী ভৌগলিক অবস্থান, দুর্গমতা এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানে পৌঁছানোর সহজলভ্যতা এবং ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে দুপুর ২টায় খাদ্য ভবন, কলকাতায় অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকের কার্যবিবরণী এবং রেশন কার্ডের জনসংখ্যা যুক্তিসঙ্গত করার জন্য নির্দেশিকা।

কোনো অবস্থাতেই রাজ্যের ১২.০৩.২০১৫ তারিখের নীতিগত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করা যাবে না এবং আজ পর্যন্ত এই নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর রয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনে বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আদেশ বা ২০১৩ সালের রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের কোথাও ডিস্ট্রিবিউটর ও/অথবা পাইকারদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যক ডিলারকে ট্যাগ করার অধিকার নেই, যেমন পাইকার এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়োগের ক্ষেত্রে, তেমনই ডিলারদের ক্ষেত্রে তাদের লাইসেন্সধারী হিসেবে নিয়োগের সময় ন্যূনতম সংখ্যক গ্রাহককে তাদের সঙ্গে ট্যাগ করার কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ, ডিস্ট্রিবিউটরদের এবং পাইকারদের পক্ষে ন্যূনতম সংখ্যক ডিলারদের ট্যাগ করার কোনও অধিকার বা ডিলারদের পক্ষে ন্যূনতম সংখ্যক রেশন কার্ডধারীকে তাদের সঙ্গে ট্যাগ করার কোনও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই কথিত রিট পিটিশনে রিট পিটিশনারদের দ্বারা দাবি করা অধিকার সৃষ্টির ঘটনা একেবারেই সত্য নয়, কারণ এখানে রিট পিটিশনাররা শুধুমাত্র একজন লাইসেন্সধারী, এমনকি যদি ০১.০৯.২০২২ তারিখের শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এই ধরনের সংখ্যক এফপিএস ডিলারের ডি-ট্যাগিং করা হয়, তবে ডি-ট্যাগিংয়ের এই কার্যক্রমকে কোনওভাবেই স্বেচ্ছাচারী বলা যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই রিট পিটিশনাররা কোনও অবস্থাতেই ০১.০৯.২০২২ তারিখের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না এবং ডিস্ট্রিবিউটরশিপ শূন্যপদ সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে বিভাগের প্রশাসনিক বিচক্ষণতার অধীনে ছিল এবং এই বিভাগ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, তাদের বিবেচনাকে ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছে এবং সেটিও সংবিধানিক নীতির সাহায্যে।

এই মামলার প্রকৃত ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য বিধিবদ্ধ বিধানসহ শূন্যপদ সৃষ্টি এনএফএসএ-২০১৩-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং লক্ষ্যভিত্তিক পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য শূন্যপদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা ভর্তুকিযুক্ত রেশন সামগ্রী প্রাপ্তির চূড়ান্ত উপকারভোগীদের কথা বিবেচনা করে এবং এটি জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত ছিল। দুটি বিদ্যমান পরিপূর্ণ আইন ছিল অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫ এবং জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৩(১) ছিল যে কোনও অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ বজায় রাখা বা বাড়ানোর বা তাদের ন্যায্য মূল্যে বিতরণ ও প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করার সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং উক্ত আইনের ধারা ৫ রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনও কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং এই ক্ষমতা রাজ্য সরকারের কাছে অর্পিত হয়েছে যা ৯ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে গেজেট অফ ইন্ডিয়া, পার্ট-II সেকশন ৩(১)-এর ১৭.০৬.১৯৭৮ তারিখে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং জিএসআর ৮০০ থেকে স্পষ্ট হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০০১ এবং কেন্দ্রীয় সরকার পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৫ কে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৫-এ বর্ণিত ক্ষমতা প্রদান হিসেবে সমান করা যায় না এবং বাস্তবতা এই যে কৃষি ও সেচ মন্ত্রকের (খাদ্য বিভাগ) জিবিআর ৮০০ এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বাতিল করা হয়নি এবং সেই কারণে রাজ্যের দুটি বিদ্যমান পৃথক নিয়ন্ত্রণ আদেশ, একটি গ্রামীণ এলাকার জন্য এবং অন্যটি শহুরে এলাকার জন্য, এখনও কার্যকর রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০.০২.২০১৫ তারিখে লক্ষ্যভিত্তিক পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৫ জারি করে রাজ্য সরকারকে উক্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিধান অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিধানগুলি সারা-বিশেষ কিছু ছিল না এবং সেই নিয়ন্ত্রণ আদেশও একটি সহায়ক আইন ছিল। তবে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৫ এইভাবে সুপারিশ করেনি যে রাজ্য সরকারগুলিকে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও অন্তর্ভুক্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৫-কে আহ্বান করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং জি.এস.আর. ৮০০, তারিখ ০৯.০৬.১৯৭৮, যা গেজেট অফ ইন্ডিয়া, পার্ট-II, সেকশন ৩(১) তারিখ ১৭.০৬.১৯৭৮ এ প্রকাশিত হয়েছিল, বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং, রাজ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে ১২.০৪.২০২২ তারিখের কলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং ০১.০৯.২০২২ তারিখের শূন্যপদ ঘোষণা বিজ্ঞপ্তি যা নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের রিয়াপাড়া অঞ্চলে এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপের নিয়োগের জন্য ছিল, তা বৈধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (এনএফএসএ) অনুযায়ী, রাজ্য সরকারকে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যেমনটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৩(১) এ বর্ণিত, যাতে মানুষের ন্যায্য মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণের গুণগত খাদ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা যায়, যাতে তারা সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারে এবং তার সাথে সম্পর্কিত বা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির জন্য। রাজ্য প্রতিক্রিয়াশীলরা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০১ অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যের দোকানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে।

যতক্ষণ না অনুমান করা হয় যে, কেন্দ্রীয় টিপিডিএস নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৫-এর কারণে পিডিএস নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০১ বাতিল হয়ে গেছে, কারণ টিপিডিএস নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৫ একটি সহায়ক আইন এবং পূর্ণাঙ্গ আইন, যেমন এনএফএসএ ২০১৩-এর বিধানগুলিকে অতিক্রম করতে পারে না। তদুপরি, খাদ্য নিরাপত্তা (রাজ্য সরকারকে সহায়তা) বিধি, ২০১৫-এর বিধান, বিশেষ করে উক্ত বিধির বিধি ৫, রাজ্য সরকার, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও অন্তর্ভুক্ত, উপর দায়িত্ব আরোপ করেছে যে তারা লক্ষ্যভিত্তিক পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের অধীনে নির্ধারিত ডিপো থেকে খাদ্যশস্য গ্রহণ করবে, তাদের অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যের দোকানের দরজায় খাদ্য সরবরাহ করবে এবং প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি ও পরিবারের কাছে আইনের সূচী-১ অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে। তাই, কলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তি তারিখ ১২.০৪.২০২২ দ্বারা রাজ্য সংশোধনী রাজ্য কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে, ডিস্ট্রিবিউটরশিপের শূন্যপদের ঘোষণা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করতে ক্ষমতাপ্রদান করেছে এবং এই শূন্যপদের ঘোষণা আইন অনুযায়ী বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং রাজ্য সরকার এই ধরনের সংশোধনী করার জন্য আইনগত ক্ষমতা অর্জন করেছে। রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ এখনও বিদ্যমান ছিল, সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ধারা ২৪ অনুযায়ী এবং রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর বিধান বাতিল করার জন্য কোনও পরবর্তীকালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। যদিও টিপিডিএস নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী কোনও রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করা হয়নি, তবুও বিদ্যমান রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ কার্যকর ছিল।

এনএফএসএ-এর কিছু বিধান এখনও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি এবং তাই টিপিডিএস নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৫-এর ধারা ১-এর উপধারা (২) এর প্রভিশনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০১-এর বাতিল করার সুযোগ ছিল না। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে রাজ্য প্রতিক্রিয়াশীলরা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর বিদ্যমান বিধান অনুসরণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল।

৪. আমি পক্ষগুলোর আইনজীবীদের শুনেছি এবং রিট পিটিশন, রিপোর্ট এবং লিখিত নোট পর্যালোচনা করেছি।

৫. পিটিশনারের প্রথম দাবি যে তারা ২০১৬ সালে তাদের গোডাউন নন্দীগ্রাম-২ ব্লক থেকে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকে স্থানান্তর করেছে উল্লেখযোগ্য খরচ করে একটি নির্দেশনার ভিত্তিতে এবং তার পরপরই প্রতিক্রিয়াশীলরা নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের জন্য শূন্যপদের ঘোষণা করেছে, তা নথিতে সঠিক নয়। প্রথম বিজ্ঞপ্তি ০৫.০৭.২০১৯ তারিখে জারি হয়েছিল। পূর্ববর্তী রিট পিটিশনের সময় উক্ত বিজ্ঞপ্তি বাতিল হওয়ায় রিট পিটিশন ২০১৯ সালে নিষ্পত্তি হয়। পরবর্তীতে, কেবলমাত্র ০১.০৯.২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি হয় যা নন্দীগ্রাম-২ ব্লক থেকে শূন্যপদের ঘোষণা করে।

৬. নতুন শূন্যপদের ঘোষণা এবং ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ, ন্যায্য মূল্যের দোকান ডিলারদের সঙ্গে উপযুক্ত উপকারভোগীদের ট্যাগিং স্থানীয় এলাকায় নির্বাচিত উপযুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা, উপকারভোগীদের সুবিধার জন্য ভৌগলিক অবস্থান, ন্যায্য মূল্যের দোকানে পৌঁছানোর সহজলভ্যতা এবং ভ্রমণের দূরত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে, যা এলাকার সংহতি ও একরূপতার সাথে মিলবে। সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীনে,

নিয়ন্ত্রণ আদেশ এবং এনএফএসএ, ২০১৩-এর অধীনে, প্রতিক্রিয়াশীলরা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে এবং নতুন শূন্যপদ ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে মুক্ত থাকবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে।

৭. উক্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা ২৬(২) (ii) সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই যা নির্দেশ করে যে জেলা প্রশাসন এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা নিয়ন্ত্রক আইন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি এবং শুধুমাত্র উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসরণ করেছে।

৮. রাজ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে দাবির মতো, কেন্দ্রীয় আইন, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আদেশ বা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশগুলিতে ডিস্ট্রিবিউটর বা পাইকারদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যক ডিলার পাওয়ার বা ধরে রাখার কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি। ডিস্ট্রিবিউটর/পাইকারদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যক ডিলার অথবা ডিলারদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যক রেশন কার্ডধারী রাখার কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত নেই। প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষদের চূড়ান্ত উপকারভোগীদের স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে, যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

৯. এটি সত্য যে পিটিশনাররা জেলার দুটি প্রধান ব্লকের জন্য সেবা প্রদান করছিলেন। যদিও পিটিশনারদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে পিটিশনারের গোডাউন এবং নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের মধ্যে দূরত্ব উল্লেখে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীলরা অন্যান্য এলাকায় সদৃশ পরিস্থিতিতে নতুন এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ শূন্যপদ ঘোষণা করার উদাহরণ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই পুরো প্রক্রিয়ায় কোনো স্বেচ্ছাচার বা অবিচার নেই।

১০. প্রতিক্রিয়াশীলদের দাবী যে রাজ্যে এনএফএসএ-এর কিছু বিধান এখনও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি, এবং তাই রাজ্য...

১০. প্রতিক্রিয়াশীলরা ২০১৩ সালের রাজ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিদ্যমান বিধান অনুসরণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে, এই আদালতের একটি বিভাগীয় বেঞ্চের রায়ের প্রতি উল্লেখ করা যেতে পারে যা শেখ আবদুল মজিদ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে, ২০২২ এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৩০৩০।

১১. উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে, রিট পিটিশনে কোনো মেরিত নেই বলে আমি মনে করি না।

১২. সুতরাং, রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হলো।

১৩. তবে, খরচ সংক্রান্ত কোনো আদেশ থাকবে না।

১৪. জরুরি ফটোকপি স্বীকৃত কপি এই রায়ের, যদি আবেদন করা হয়, আইনজীবীদের জন্য প্রদান করা যেতে পারে, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করার পর।

(বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly